# “গঠনতন্ত্র”

## ভূমিকা

**১৯৬৫** সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘এপ্লাইড ফিজিক্স’ নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়। যুগের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরবর্তিতে এই বিভাগের নাম একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৭৪** ও **২০০৫** সনে বিভাগের নামকরন যথাক্রমে ‘এপ্লাইড ফিজিক্স এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স’ এবং ‘এপ্লাইড ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ করা হয়। সর্বশেষ **২০১৪** সনে, বিভাগটি কারিকুলাম পরিবর্তন করে ‘ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং’ নামে আবির্ভূত হয়। এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের উপলব্ধি থেকে অ্যালাম্নাই এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের উদ্যোগে ও ফলপ্রসু প্রচেষ্টায় একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধারা-**১**ঃ সংগঠনের নামঃ **এপ্লাইড ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং – ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালাম্নাই এসোসিয়েশন**।

ধারা-২ঃ সংগঠনের ঠিকানাঃ **ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০**। সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সংস্থার কার্যালয় ঢাকা জেলার যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত হলে ০১(এক) সপ্তাহের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

ধারা-৩ঃ সংজ্ঞাঃ বিষয় ও প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অনুরূপ না হইলে এই গঠনতন্ত্রে;

ক ‘এসোসিয়েশন’ অর্থ এপ্লাইড ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং – ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালাম্নাই এসোসিয়েশন।

খ ‘অ্যালামনাই’ অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বর্তমান ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ অথবা যার পুর্বনাম এপ্লাইড ফিজিক্স / এপ্লাইড ফিজিক্স এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স/ এপ্লাইড ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতে নির্ধারিত ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়ে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় হতে সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন। যাহা এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী কমিটি সময় প্রয়োজন বোধে পর্যালোচনা করিতে পারিবে।

ধারা-৪ঃ সংগঠনের কার্যএলাকাঃ ঢাকা জেলা। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাপী ও বিদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারন করা যাবে।

ধারা-৫ঃ সংগঠনের ধরণঃ এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ মূলক সংগঠন। এক বা একাধিক বিষয়ের বা বিভিন্ন কার্যক্রমের সমম্বয়ে সমাজ কল্যাণমূলক ও মানব হিতৈষী সংগঠন।

ধারা-৬ঃ সংগঠনের বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অ্যালামনাইদের কল্যাণে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে 'অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত হবে;

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে)।

ধারা-৬.১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর মর্যাদা ও ভাবমুর্তি উন্নত করা;

ধারা-৬.২। অ্যালামনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং একে- অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

ধারা-৬.৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা করা;

ধারা-৬.৪। সাহায্য পাওয়ার যোগ্য অ্যালামনাই এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার জন্য একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা;

ধারা-৬.৫। অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশিবির, প্রদর্শনী ও আমোদ ভ্রমণের আয়োজন করা;

ধারা-৬.৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতা করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা;

ধারা-৬.৭। ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আইসিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

ধারা-৬.৮। অ্যালামনাই এবং ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

ধারা-৬.৯। লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, কনফারেন্স সেন্টার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

ধারা-৬.১০। নিয়মিত 'বুলেটিন', সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা;

ধারা-৬.১১। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

ধারা-৬.১২। দেশে ও বিদেশে এলামনাইদের সংগঠন গড়ে তোলা;

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে)

ধারা-৬.১৩। কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারী ও বেসরকারী সকল সংগঠনের সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন।

ধারা-৬.১৪। সংস্থার উদ্দেশ্য সাধনকে সহায়ক বিবেচনায় সরকার অথবা সরকারী/বে-সরকারী কোন সংস্থার সাথে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও জনকল্যান মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা

ধারা-৬.১৫। উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে তথা অ্যালম্যামিটারের প্রতি দায় মোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ধারা-৭ঃ সদস্যপদঃ

ধারা-৭. (ক) সদস্য পদের যোগ্যতাঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বর্তমান ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ অথবা যার পুর্বনাম এপ্লাইড ফিজিক্স / এপ্লাইড ফিজিক্স এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স/ এপ্লাইড ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতে নির্ধারিত ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন, এমন যে কোন অ্যালামনাই অত্র অ্যাসোসয়িশেনরে গঠনতন্ত্র-এর বিধি ও নয়িমাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক অ্যাসোসয়িশেনরে সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন র্ফমে আবদেন করতে পারবেন। করবেন। আবেদন র্কাযনর্বিাহী কমিটি র্কতৃক অনুমোদিত হলে আবদেনকারী অ্যাসোসয়িশেনরে সদস্য হিসাবে গণ্য হইবনে।

ধারা-৭. (খ) সদস্য হওয়ার নিয়মাবলীঃ

ধারা-৭.খ.১) সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফিসহ সভাপতি/সাধারন সম্পাদক বরাবরে জমা দিতে হবে।

ধারা-৭.খ.২) কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্যপদের আবেদন পত্র মঞ্জুর/খারিজ হবে।

ধারা-৭.খ.৩) সংগঠনের বাৎসরিক চাঁদা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হিসাবে পরিশোধ করতে হবে।

ধারা-৭.খ.৪) সাধারন সম্পাদক জমাকৃত আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন এবং অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী ব্যাক্তির নাম সংস্থার সদস্য হিসেবে গন্য হলে ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে বিষয়টি অবহিত করা হবে।

ধারা-৮ঃ সদস্যপদের ধরণঃ এই প্রতিষ্ঠানে নিম্নরুপ ৫ (পাঁচ) ধরণের সদস্য থাকবেঃ

ধারা-৮.১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্যঃ

যাদের উদ্যোগে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। সাধারণ সদস্যদের ন্যায় তারা বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। তাদের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা থাকবে।

ধারা-৮.২) সাধারণ সদস্যঃ

সংগঠনের সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন সদস্য এবং ধারা-৭ মোতাবেক সকল সদস্য সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। সাধারণ সদস্যদের ভোটাধিকার এবং সংঘের যে কোন বিষয়ে জানার অধিকার থাকবে। তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

ধারা-৮.৩) আজীবন সদস্যঃ

সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যে কোন অ্যালামনাই এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কিংবা সমপরিমান সম্পদ দান করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাকে আজীবন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। তিনি ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার লাভ করবেন। তাকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

ধারা-৮.৪) সহযোগী সদস্যঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক কিংবা সংশ্লিষ্ট আজীবন সদস্যের স্পাউজ অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনায় অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজন এমনি কাউকে সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে। তবে কোন সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না এবং নির্বাচন সংক্রান্ত

কোন কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারিবেন না। আজীবন সদস্যদের মতো তারাও এককালীন ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সদস্য ফি হিসাবে প্রদান করিবেন।

ধারা-৮.৫) অনারারী সদস্যঃ

কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সেইসব নন-অ্যালামনাইদের, যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের উন্নয়নে/পরিবর্ধনে সহায়ক, ডোনার, স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে। তবে, অনারারী সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

ধারা-৯ঃ সদস্যপদ স্থগিত/বাতিলের নিয়মাবলীঃ

নিম্মে উল্লেখিত কারণে সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হতে পারেঃ

ধারা-৯. (ক) একাধারে ০৩ (তিন) বছর বার্ষিক চাঁদা প্রদান না করলে।

ধারা-৯. (খ) পরপর পাঁচ সাধারন সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

ধারা-৯. (গ) স্বেচছায় পদত্যাগ করলে।

ধারা-৯. (ঘ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

ধারা-৯. (ঙ) পাগল কিংবা দেউলিয়া সাব্যস্থ হলে।

ধারা-৯. (চ) গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হলে।

ধারা-৯. (ছ) সমাজ বিরোধী কোন কাজে অংশ গ্রহণ করলে।

ধারা-৯. (জ) সংগঠন থেকে বেতন, ভাতা, সম্মানী বা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করলে।

ধারা-৯. (ঝ) রাস্ট্র বিরোধী কোন কাজে অংশ গ্রহণ করলে।

ধারা-৯. (ঞ) মৃত্যুবরণ করলে।

ধারা-১০ঃ সদস্যপদ পুনঃ লাভের পদ্ধতিঃ

সদস্যপদ হারানোর পর উপযুক্ত জবাব লিখিতভাবে সভাপতি/সাধারন সম্পাদক এর কাছে পেশ করতে হবে। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক ঐ জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন। সভায় তা অনুমোদিত হলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্যপদ লাভ করা যাবে।

ধারা-১১ঃ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সংগঠনের ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হবে তিনটি-যথাঃ (১) সাধারণ পরিষদ, (২) নির্বাহী পরিষদ এবং (৩) উপদেষ্টা পরিষদ।

ধারা-১১.১। সাধারণ পরিষদঃ

সংগঠনের সাধারণ সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন সদস্য ও অনারারী সদস্য সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যার কোন উর্দ্ধসীমা থাকবে না।

ধারা-১১.২। কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে অথবা দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা/নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ০২(দুই) বছরের জন্য নিম্নোক্ত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে নির্বাচনের তারিখ হতে ২ (দুই) বছর।

| | |
|---|---|
| ০১। সভাপতি | ১ জন। |
| ০২। সহ-সভাপতি | ১ জন। |
| ০৩। সাধারণ সম্পাদক | ১ জন। |
| ০৪। সহ/যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ১ জন। |
| ০৫। কোষাধ্যক্ষ | ১ জন। |
| ০৬। সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ জন। |
| ০৭। কার্যকরী সদস্য | ৭ জন। |
| মোট= | ১৩ জন। |

ধারা-১১.৩। উপদেষ্টা পরিষদঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে, যার মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। বিশিষ্ট সমাজকর্মী, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সংগঠনের শুভাকাঙ্খীর সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদের সদস্য থাকবে ০৩(তিন) বা ততোধিক বিজোড় সংখ্যক হবে, তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

ধারা-১২ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা-দায়িত্বঃ

ধারা-১২. (ক) সংগঠনের সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করবে।

ধারা-১২. (খ) সংগঠনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

ধারা-১২. (গ) সংগঠনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করবে।

ধারা-১২. (ঘ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

ধারা-১২. (ঙ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কোন প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হলে সংস্থার মোট সাধারণ সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদনক্রমে তা সংশোধন করবে।

ধারা-১২. (চ) সংগঠনের বিলোপ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে সংস্থার মোট সাধারণ সদস্যের ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা-১২. (ছ) সংগঠনের দূর্যোগ মুহুর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১২. (জ) সংগঠনের আর্থিক নিয়মনীতি ও চাকুরীবিধি অনুমোদন করবে।

ধারা-১২. (ঝ) তলবী সভা আহবানপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে।

ধারা-১২. (ঞ) সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও অনুমোদন করবে।

## ধারা-১৩ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করা। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা। দৈনন্দিন খরচ অনুমোদন করা। বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা। অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষা ফার্ম/সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা। সংগঠনের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা। সকল কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করা। সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করা। সংগঠনের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা। সংগঠনের জনবল নিয়োগের বিষয়ে চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন ও সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা। বিশেষ কার্য সম্পাদনে উপ-কমিটি গঠন করা। সভা করার দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করা। সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার, বই ও ক্যাশ বই করার ব্যবস্থা করা। সংগঠনের সকল প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা এবং ধারা-৯ অনুযায়ী কোন সদস্যদের সদস্যপদ বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## ধারা-১৪ঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

সভাপতিঃ

ক) সংগঠনের সভাপতি সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

গ) কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সমান সংখ্যক ভোট পড়ে তবে কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যার মিমাংসা করবেন।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের খরচের অনুমোদন দিবেন।

ঙ) তিনি সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাজে তদারকি, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করবেন এবং যে কোন সভা/সিম্পোজিয়াম/সেমিনারে সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি  সংস্থার পক্ষে যেকোন অতিথিকে অভ্যর্থনা ও সাক্ষাৎকার প্রদান করবেন।

সহ-সভাপতিঃ তিনি সভাপতির সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সভাপতির অবর্তমানে তার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদকঃ

অবৈতনিক নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণপূর্বক সভার নোটিশ প্রদান করবেন। সংগঠনের পক্ষে চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন। সংগঠনের পক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি ও দাতা সংগঠন সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। সংগঠনের সকল সম্পদের দেখাশুনা ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবেন। কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে সংগঠনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষন করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের কাজের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন। বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন পরিষদের কাজের তদারকি করবেন। সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

সহ/যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ তিনি সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে তার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষঃ

ক) সংগঠনের সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) তিনি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার অর্থ, চাঁদা, দান/অনুদান রশিদ বহির মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং আয়-ব্যয় হিসাব ক্যাশ বইতে উঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

গ) সংগঠনের খরচ, বিলের ভাউচার ও সদস্যদের চাঁদার হিসাবসহ সকল প্রকার আর্থিক হিসাবপত্র সংরক্ষণে ব্যবস্থা করবেন।

ঘ) সংগঠনের মাসিক ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট করানোর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করবেন।

ঙ) ব্যাংকে টাকা জমাদান এবং ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন।

চ) সংগঠনের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদকের এবং সভাপতি এই তিনজনের মধ্যে যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সাংগঠনিক সম্পাদক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন। অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড সমপ্রসারণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করার জন্য অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাবেন। অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত দিবেন ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

কার্যকরী সদস্যঃ

ক) কার্যনির্বাহী সদস্যগন সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

ধারা-১৫ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনঃ

ধারা-১৫.১। সংগঠনের কমিটি গঠনের পূর্বে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে অবহিত করতে হবে। নির্বাচনের দিন নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা-১৫.২। সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কিংবা সর্বসম্মতিক্রমে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ নির্বাচনের তারিখ থেকে পরবর্তী ২(দুই) বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

ধারা-১৫.৩। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ দিন পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠন করা যাবে।

ধারা-১৫.৪। নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

ধারা-১৫.৫। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অন্তত এক মাস পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন। নির্বাচনের পর নির্বাচনের ফল ঘোষনা করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।

ধারা-১৫.৬। এসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন। তবে আসন্ন নির্বাচনের অন্তত ছয় মাস পূর্বে যাহারা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হইবেন, কেবল তাহারাই নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

ধারা-১৫.৭। যে কোন পদের প্রার্থী হইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ভোটার হইতে হইবে।

ধারা-১৫.৮। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে।

ধারা-১৫.৯। প্যানেলে যুক্তভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে যে কোন পদে যে কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। তবে এক ব্যক্তি যুগপৎ একের অধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

ধারা-১৫.১০। দুই প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চুড়ান্ত করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১৫.১১। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ২১ দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে অডিট ও ইনভেনটরিসহ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

ধারা-১৫.১২। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহনের পর তা কার্যকর হবে।

ধারা-১৫.১৩। অনিবার্য কারন বশত, নির্বাচিত ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত কমিটি সাধারন পরিষদের মোট সদস্যের নুন্যতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে ও অনুমেদনে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ৩ (তিন) মাস বৃদ্বি করে বর্ধিতকালীন সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবেন। তবে এ সময় বৃদ্ধি ১(এক) বারের বেশী নহে।

ধারা-১৫.১৪। সংস্থার সভাপতি/সাধারন সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ পদত্যাগ করলে অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করলে অথবা কমিটি বা কমিটির কোন সদস্য দুর্নীতি গ্রস্থ হলে/গঠনতন্ত্র বহির্ভুত

কার্যক্রমে লিপ্ত হলে সংস্থার সাধারন পরিষদ প্রয়োজনে মোট সাধারন সদস্যের নুন্যতম ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদকালীন সময় পুনর্গঠন অথবা ভেঙ্গে দিয়ে নুতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা সংরক্ষন করবেন।

ধারা-১৬ঃ সভাসমূহঃ

ধারা-১৬. (ক) সাধারণ পরিষদের সভাঃ সাধারণ সভা প্রতি এক বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে। ১৫(পনের) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-১৬. (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার কোরাম পূর্ণ হবে মোট সদসদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে।

ধারা-১৬. (গ) জরুরী সভাঃ সাধারণ সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে এবং কার্যকরী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ধারা-১৬. ঘ) বিশেষ সাধারণ সভাঃ

যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-১৬. (ঙ) তলবী সভাঃ

১। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা কর্মসূচীর (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংগঠনের সভাপতি/সাধারন সম্পাদক এর কাছে জমা দিতে পারবেন।

২। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ পরবর্তী মাসে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা সংগঠনের অফিসে ডাকতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-১৬. (চ) মূলতবী সভাঃ

১। সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বিলম্বে সভা করা যাবে অন্যথায় স্থগিত করতে হবে।

২। সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং পরপর ০২(দুই) বার সভা স্থগিত হলে পরবর্তী সাধারণ সভায় কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাঁদের মতামত/সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করা হবে।

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

ধারা-১৭ঃ শুন্য পদ পূরণঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ/অব্যাহতি/অনাস্থা/বহিস্কার/অপসারণ/মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পুরণ করিতে পারিবে এবং পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় এটি অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা-১৮ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

ধারা-১৮. (ক) সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান, দানশীল ব্যক্তিদের দান, সরকারি/বেসরকারি, দেশী/বিদেশী দাতা সংস্থা, ব্যক্তির অনুদান বা ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য উৎসের আয়ই সংগঠনের আয় বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৮. (খ) সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

ধারা-১৮. (গ) উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবটি সংগঠনের সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি এই তিনজনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

ধারা-১৮. (ঘ) সংগঠনের নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

ধারা-১৮. (ঙ) সংগঠনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য সাধারণ সম্পাদক যথাযথ ভাউচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। তবে প্রয়োজন বোধে ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখতে পারবেন।

ধারা-১৮. (চ) অর্থ খরচের পর খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ ও অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা-১৯ঃ অডিটঃ সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত যে কোন হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) বা সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এ ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা-২০ঃ বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়কঃ সংগঠন বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোনেশন অধ্যাদেশের বিধি বিধান অনুসরণ করবে।

ধারা-২১ঃ তহবিল বৃদ্ধিঃ সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যাবে এবং গৃহীত প্রকল্প/ কর্মসূচী/অনুষ্ঠান শেষে আয় ও ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হবে।

ধারা-২২ঃ সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগঃ সংগঠনের কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে এবং চিঠির মাধ্যমে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে এই নিয়োগের বিষয়টি জানাতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা চাকুরীর শর্তাবলী ও চাকুরী হতে বরখাস্তের বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-২৩ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতিঃ গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচেছদের উপর সংগঠনের মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহন করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২৪ঃ আইন ও বিধির প্রাধান্যঃ

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংগঠনটি **১৯৬১** সনের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ ও বিধি **১৯৬২** এর আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হবে।

ধারা-২৫ঃ সংগঠনের বিলুপ্তিঃ

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংগঠনের মোট সদস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের পর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্ত হইলে, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত না থাকিলে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।